# 8929 - রাসূলগণরে প্রত ি ঈমান আনার হাককিত

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রাসূলগণরে প্রত ি ঈমান আনা বলত কে ী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

সমস্তপ্রশংসাআল্লাহরজন্য। রাসূলগণরে প্রত ি ঈমান চারট ি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত কর।ে সগেুলো হচ্ছ-ে এক:

সুদৃঢ়ভাব এেই বশ্বিাস পোষণ করা য,ে আল্লাহ তাআলা প্রত্যকে কওমরে জন্য তাদরে মধ্য হত একেজনক রোসূল (বার্তাবাহক) কর পোঠয়িছেনে। যনি ি তাদরেকে এক আল্লাহর ইবাদত (উপাসনা) করার এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কছিুর ইবাদতক অেস্বীকার করার দাওয়াত দনে। সকল রাসূল সত্যবাদী, সত্যায়নকারী, পুণ্যবান, সঠকি পথরে দশিারী, তাকওয়াবান ও বশ্বিস্ত। আল্লাহ তাঁদরেকে যা কছিু দয়িে প্ররেণ করছেনে তারা তা পরপিূর্ণভাব পেৌঁছয়িে দয়িছেনে। কোন অংশ গোপন করনেন ি বা পরবির্তন করনেন।ি নজি থেকে কোন সংযোজন বা বয়িোজন করনেন।ি "রাসূলগণরে দায়ত্বি তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌছয়িে দয়ো।"[সূরা নাহল, আয়াত: ৩৫]

-এই বশ্বিাস পোষণ করা য,ে প্রথম রাসূল হত শেষে রাসূল পর্যন্ত সকলরে দাওয়াতরে মূল বষিয় ছলি একটাই- বশ্বিাস-শ্রণেীয়, বচন-শ্রণেীয় ও কর্ম-শ্রণেীয় যাবতীয় ইবাদত বা উপাসনা শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্য পালন করা এবং অন্য সব উপাস্যক অেস্বীকার করা। দললি হচ্ছ আেল্লাহর বাণী- "আপনার পূর্ব আেম ি য রোসূলই প্ররেণ করছে,ি তাক এে আদশেই করছে ি য-ে নইে কোন উপাস্য আম ি ব্যতীত; সুতরাং আমারই এবাদত কর।"[সূরা আম্বয়িা, আয়াত: ২৫] এবং তাঁর বাণী "আপনার পূর্ব আেম ি যসেব রসূল প্ররেণ করছে,ি তাদরেকে জজ্ঞিসে করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আম ি ক ি কোন উপাস্য স্থরি করছেলিাম এবাদতরে জন্য?"[সূরা যুখরূফ, আয়াত: ৪৫]। এগুলো ছাড়াও আরো অনকে আয়াত কোরীমা রয়ছে।ে

কন্তিু অবশ্য পালনীয় আমল (ফরজ) ও আইন-কানুন এক রাসূল থকে অেন্য রাসূলরেটা ভন্নি হত পোর।ে এক রাসূলরে উম্মতরে উপর য নোমায-রোজা ফরজ করা হয়ছে অেন্য রাসূলরে উম্মতরে উপর সেসেব হয়তো ফরজ করা হয়ন।ি এক রাসূলরে উম্মতরে উপর যে বেষিয়গুলো হারাম করা হয়ছে অেন্য রাসূলরে উম্মতরে জন্য সসেব বষিয় হয়তো হালাল করা হয়ছে-ে আল্লাহর পক্ষ থকে পেরীক্ষাস্বরূপ। যনে আল্লাহ যাচাই কর নেতি পোরনে "তোমাদরে মধ্য কে কে র্ম উেত্তম"। এর পক্ষ দেলীল হচ্ছ আেল্লাহ তাআলার বাণী- "আম ি তোমাদরে প্রত্যকেকে একট ি শরিআি ও মনিহাজ (আইন ও পথ) দয়িছে।ি"[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮] ইবন আব্বাস (রাঃ) বলনে, অর্থাৎ- পথ ও আদর্শ (দয়িছে)ি। মুজাহদি, ইকরমিাসহ

মুফাসসিরদের আরো অনেকে একই রকম মত দিয়েছেন। সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নবীরা হচ্ছেন- বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত। তাদের মা আলাদা আলাদা; কিন্তু ধর্ম অভিন্ন।” অর্থাৎ সকল নবীর মূল ধর্মবিশ্বাস এক। সেটা হচ্ছে- তাওহীদ। যে তাওহীদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা সকল রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং সকল কিতাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আদেশ-নিষেধ বা হালাল-হারামের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরাসূলের শরিয়ত (অনুশাসন) ভিন্ন ভিন্ন। কারণ বৈমাত্রেয় ভাইদের পিতা এক, কিন্তু মা ভিন্ন হয়ে থাকে। -যে ব্যক্তি কোন একজন রাসূলের রাসূলত্বকে অস্বীকার করল সে যেন সকল রাসূলকে অস্বীকার করল। “নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে।”[সূরা শুআরা, আয়াত: ১০৫] এ আয়াতেআল্লাহ তাআলা বলছেন, নূহের সম্প্রদায় সকল রাসূলকে অস্বীকার করেছে। অথচ তারা যে সময়ে নূহ (আলাইহিস সালাম) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন পর্যন্ত নূহ আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কোন রাসূল প্রেরিত হননি। দুই:

রাসূলদের মধ্যে যাদের নাম আমরা জানতে পেরেছি তাদের নামসমূহের প্রতি ঈমান আনা। যেমন- মুহাম্মদ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা, নূহ (আলাইহিমুস সালাম)। আর যাদের নাম জানা যায়নি তাদের প্রতি এজমালিভাবে ঈমান আনা। যেমন কুরআনে এসেছে- “রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: “আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।”[সূরা গাফের, আয়াত: ৭৮]

আমরা আরও ঈমান রাখি যে, সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন- আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রাঃ) কে খলিফার দায়িত্বে রেখে তাবুক অভিযানে বের হন। তখন আলী (রাঃ) বলেন: আপনি কী আমাকে নারী ও শিশুদের (দুর্বলদের) দায়িত্বশীল বানালেন!!তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: মূসা (আঃ) এর প্রতিনিধি হিসেবে হারুন (আঃ) যে মর্যাদা পেয়েছেন আমার প্রতিনিধি হিসেবে তুমি সে মর্যাদা পেয়ে কি সন্তুষ্ট নও!! তবে আমার পরে কোন নবী নেই।” আল্লাহ তাআলা অন্য নবীদের উপর আমাদের নবীকে বেশ কিছু বিশেষত্ব দিয়েছেন। যেমন- ১. আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমস্ত জিন ও ইনসান এর নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তীনবীগণ শুধু তাঁদের কওমের নিকট প্রেরিত হত।

২. একমাসরে সম পরমিাণ দূরত্বে অবস্থানরত শত্রুর অন্তরে ভয়রে সঞ্চার করার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করতনে।

৩. সমস্ত জমনিকে তাঁর জন্য সজিদার স্থান ও পবত্রি করা হয়ছে।

৪. তাঁর জন্য গণমিতরে মাল খাওয়া হালাল করা হয়ছে; অথচ তাঁর পূর্বে কারো জন্য তা হালাল ছলি না।

৫. মহা শাফায়াত।

এগুলো ছাড়াও আরো অনকে বশিষেত্ব আল্লাহ তাঁকে দান করছেনে। তনি:

সত্য সংবাদরে ভত্তিতিে তাদরে ব্যাপারে যা কছিু জানা যায় সগেুলোর প্রত ঈমান রাখা।

চার:

আমাদরে নকিট যে রাসূল প্ররেতি হয়ছেনে তাঁর শরয়িতরে আলোকে আমল করা। তনি হিচ্ছনে সর্বশষে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যনি সকল মানুষরে কাছে প্ররেতি হয়ছেনে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদরে মধ্যে সৃষ্ট ববিাদরে ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বচিারক বলে মনে না কর। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নজিরে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচত্তিে কবুল করে নবে।"[সূরা নসিা, আয়াত: ৬৫]

জনেে রাখুন, রাসূলদরে প্রত ঈমান আনার বশে কছিু ভাল ফলাফল রয়ছে। যমেন- ১. বান্দার প্রত আল্লাহর রহমত ও গুরুত্বরে বষিয়টি উপলব্ধ করা। যহেতেু বান্দাকে সরল-সঠকি পথরে দকিনর্দিশেনা দয়োর জন্য এবং ইবাদতরে পদ্ধত বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ রাসূল পাঠয়িছেনে। এককভাবে মানব-মস্তষ্কিরে পক্ষে যা উদঘাটন করা সম্ভবপর ছলি না।

২. এই নয়োমতরে জন্য আল্লাহর প্রত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৩. রাসূলগণকে ভালোবাসা, তাঁদরেকে সম্মান করা, যথোপযুক্ত পদ্ধততিে তাঁদরে প্রশংসা করা। যহেতেু তাঁরা আল্লাহর রাসূল, তাঁরা তাঁর ইবাদত করছেনে, তাঁদরে উপর অর্পতি দায়ত্বি যথাযথভাবে পালন করছেনে এবং উম্মতকে সৎ পরামর্শ দয়িছেনে।

(দখেুন আলামুস সুন্নাহ আল-মানশুরা, পৃষ্ঠা ৯৭-১০২ ও শারহুল উসুল আস্ ছালাসা, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬)